ঝিনাইদহে ৭ বছরের শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা; গণপিটুনিতে ধর্ষকের মৃত্যু

ঝিনাইদহের সদর উপজেলায় সাত বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে বিল্লাল হোসেন (৪০) নামে এক ব্যক্তি গণপিটুনিতে নিহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (৪ জুন) দুপুর ১২টার দিকে সদর উপজেলার পাগলাকানাই ইউনিয়নের চরখাজুরা গ্রামের ঝিনুক মালা আবাসন প্রকল্পে এই ন্যাক্কারজনক ঘটনাটি ঘটে।

নিহত বিল্লাল মাগুরা জেলার মোহাম্মদপুর উপজেলার দেওলি গ্রামের বরকত আলী বিশ্বাসের ছেলে। মাত্র সাত দিন আগেই তিনি ওই আবাসন প্রকল্পে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে বসবাস শুরু করেছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে অভিযুক্ত বিল্লাল প্রলোভন দেখিয়ে ওই শিশুকে তার কক্ষে ডেকে নেন।

প্রথমে মিষ্টি খাওয়ার লোভ দেখালেও পরে শিশুটির হাতে ১০ টাকা ধরিয়ে দিয়ে তাকে কক্ষে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা চালানো হয়।

এসময় শিশুটির আর্তচিৎকারে আশপাশের বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন।

ঘটনার ভয়াবহতায় উপস্থিত জনতা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। অভিযুক্ত বিল্লালকে আটক করে গণপিটুনি দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।

সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সন্ধ্যা ৭টার দিকে তিনি মারা যান। এই ঘটনায় ভুক্তভোগী শিশুর মা সীমা খাতুন বাদী হয়ে ঝিনাইদহ সদর থানায় ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করেছেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি (তদন্ত) গোকুল চন্দ্র জানান, “যৌন নিপীড়নের অভিযোগে একজনকে স্থানীয়রা আটক করে

পুলিশের হাতে সোপর্দ করেছিল। গণপিটুনিতে আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাকালীন তিনি মারা গেছেন। ভুক্তভোগীর পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আমরা আইন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করছি।”

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোক ও তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে। আইন নিজের হাতে তুলে না নেওয়ার বিষয়ে স্থানীয়দের সতর্ক করেছে প্রশাসন।

গণপিটুনি: আইনের শাসনের জন্য এক বিপজ্জনক সংকেত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দীতে টায়ার চুরির অভিযোগে এক যুবকের গণপিটুনিতে নিহত হওয়ার ঘটনা আবারও আমাদের সামনে একটি উদ্বেগজনক বাস্তবতা তুলে ধরেছে। নিহত আসাদুল আরিফের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ থাকলেও, কোনো সভ্য ও আইনের শাসনভিত্তিক সমাজে কাউকে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করার অধিকার জনগণের নেই। অপরাধের অভিযোগ এবং অপরাধ প্রমাণিত হওয়া এক বিষয় নয়; আর বিচার করার দায়িত্ব জনগণের নয়, রাষ্ট্রের আইন ও বিচারব্যবস্থার।

সংবাদে জানা যায়, চুরির সময় স্থানীয়দের হাতে ধরা পড়ার পর ওই যুবককে বেঁধে রেখে মারধর করা হয়। পরবর্তীতে গুরুতর আহত অবস্থায় তিনি মারা যান। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, তাকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে। এটি কেবল একজন মানুষের মৃত্যুর ঘটনা নয়; এটি আইনের শাসনের প্রতি এক ধরনের চ্যালেঞ্জ এবং বিচারব্যবস্থার ওপর অনাস্থার বহিঃপ্রকাশ।

দেশে গণপিটুনির ঘটনা নতুন নয়। বিভিন্ন সময় চোর সন্দেহে, ছেলেধরা গুজবে কিংবা অন্যান্য অভিযোগে মানুষকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, জনতার আবেগ, ক্ষোভ কিংবা তাৎক্ষণিক প্রতিশোধস্পৃহা আইনের সীমা অতিক্রম করে ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনে। কিন্তু এ ধরনের কর্মকাণ্ড সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে না; বরং আরও বিশৃঙ্খলা ও সহিংসতার সংস্কৃতি তৈরি করে।

যদি কেউ অপরাধ করে থাকে, তাহলে তাকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে সোপর্দ করা উচিত। আদালত প্রমাণ ও সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তার অপরাধ নির্ধারণ করবে এবং প্রয়োজনীয় শাস্তি দেবে। গণপিটুনি এই পুরো বিচারিক প্রক্রিয়াকে অস্বীকার করে এবং নিরপরাধ ব্যক্তিও এর শিকার হতে পারেন। অতীতে এমন বহু উদাহরণ রয়েছে, যেখানে ভুল সন্দেহের কারণে নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।

গাংনী থানা পুলিশ ইতোমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং জড়িতদের শনাক্ত করার চেষ্টা করছে। এটি ইতিবাচক উদ্যোগ। তবে শুধু তদন্ত করলেই হবে না; যারা এই হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে জনগণের মধ্যে আইনি সচেতনতা বৃদ্ধি এবং গণপিটুনির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলাও জরুরি।

একটি সভ্য রাষ্ট্রে বিচার আদালতে হয়, জনতার হাতে নয়। গাংনীর এই মর্মান্তিক ঘটনা আমাদের আবারও স্মরণ করিয়ে দেয়—আইনের শাসন দুর্বল হলে সমাজে ন্যায়বিচারের পরিবর্তে প্রতিশোধের সংস্কৃতি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সেই সংস্কৃতি রোধ করা এখন রাষ্ট্র ও সমাজ উভয়েরই দায়িত্ব।

গাংনীতে গণপিটুনিতে চোর চক্রের এক সদস্যের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দীতে ট্রাকের টায়ার চুরি করতে এসে গণপিটুনিতে অজ্ঞাত এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার (২ জুন) ভোরে উপজেলার বামন্দী জামান ফিলিং স্টেশনের সামনে অবস্থিত খোকনের টায়ারের দোকানে এ ঘটনা ঘটে।

টায়ার ব্যবসায়ী তুষার আহমেদ জানান, ভোরের দিকে ৪ থেকে ৫ জনের একটি চোর চক্র তার দোকানের তালা কেটে ভেতরে প্রবেশ করে টায়ার চুরির চেষ্টা করে। পাশের কক্ষ থেকে সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে বিষয়টি দেখতে পেয়ে তিনি দ্রুত দোকানে যান।

তিনি বলেন, “দোকানে গিয়ে চোর চক্রের এক সদস্যকে পেছন থেকে ধরে ফেলি এবং চিৎকার শুরু করি। আমার চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। এ সময় চক্রের অন্য সদস্যরা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি পিকআপে উঠে পালিয়ে যায়। তবে আটক যুবকটি পালাতে ব্যর্থ হয়।”

তিনি আরও জানান, পরে স্থানীয় লোকজন ওই যুবককে মারধর করে। একপর্যায়ে সে গুরুতর আহত হলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) রফিকুল ইসলাম বলেন, “খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। নিহত ব্যক্তির পরিচয় এখনও শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।”

আলমডাঙ্গায় পাখিভ্যান চুরির অভিযোগে গণপিটুনিতে যুবক নিহত

আলমডাঙ্গায় পাখিভ্যান চুরির অভিযোগে দুদু (২২) নামে এক যুবক গণপিটুনিতে নিহত হয়েছেন। নিহত দুদু আলমডাঙ্গা উপজেলার আসাননগর গ্রামের মিজানুরের ছেলে। তিনি দুই সন্তানের জনক। তার এক সন্তানের বয়স মাত্র ৪ মাস।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, হাউসপুর গ্রামের হাফিজুরের ছেলে অন্তুর একটি ভ্যান গত শুক্রবার রাতে চুরি হয়। এ ঘটনায় দুদুর বিরুদ্ধে সন্দেহ করা হলে রোববার সকালে সুমন, আশিক, বায়োজিদ, রফিক ও শাকিলসহ কয়েকজন দুদুর বাড়িতে গিয়ে তার মাকে হুমকি দেয়। তারা বলে, “যেখানেই পাওয়া যাবে, সেখানেই হত্যা করা হবে।”

অভিযোগ রয়েছে, রোববার রাত ৯টার দিকে সংঘবদ্ধভাবে দুদুকে তুলে নিয়ে নির্মমভাবে মারধর করা হয়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে আলমডাঙ্গার হাউসপুর এলাকার শরিফুলের ক্লিনিকে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এরপর অভিযুক্তরা কৌশলে মরদেহটি হাউসপুর বটতলা এলাকায় ফেলে রেখে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ উঠেছে।

পরে রাত ১১টার দিকে আলমডাঙ্গার হাউসপুর ব্রিজের নিচ থেকে দুদুর মরদেহ উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ।

এ ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে এ ধরনের হত্যাকাণ্ডকে স্থানীয় সচেতন মহল মানবাধিকার লঙ্ঘন ও বিচারবহির্ভূত বর্বরতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

জানা গেছে, গত শুক্রবার দুদুর বাড়িতে চারজন যুবক গিয়ে তাকে মৃত্যুর হুমকি দেয়। তারা বলে, “ভ্যান চুরি করেছিস, খুঁজে না পেলে তোকে মেরে দেবো।”

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাণী ইসরাইল বলেন, “আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। যে কোনো অপরাধের বিচার আইনের মাধ্যমেই হতে হবে। এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনতে পুলিশ কাজ করছে।”

দর্শনায় চোর সন্দেহে গণপিটুনির শিকার যুবক ফিরলো পরিবারের কাছে

দর্শনায় মোটরসাইকেল চোর সন্দেহে গণপিটুনির শিকার সেই যুবক ইয়ামিনকে মানবিক উদ্যোগে তার বাবা-মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিল দর্শনা থানা পুলিশ।

সোমবার দুপুর ১২টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর ইয়ামিনকে তার মা-বাবার হাতে তুলে দেন।

ইয়ামিনের বাবা জিলু মিয়া ও মা সাহেদা খাতুন জানান, পাঁচ বছর আগে বিদ্যুৎ মিস্ত্রির কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ইয়ামিনের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। এরপর থেকে সে প্রায়ই বাড়ি থেকে চলে যেত এবং ফিরে আসতে পারত না। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর থানার

চান্দুরা ইউনিয়নের ইব্রাহিমপুর গ্রামের বাসিন্দা। এর আগে ৪-৫ বার নিখোঁজ হলেও পরিবার তাকে খুঁজে ফিরিয়ে এনেছে। এবারও ২২ দিন আগে নিখোঁজ হওয়ার পর গত রবিবার দর্শনা রেলগেট এলাকায় একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে নাড়াচাড়া করার সময় স্থানীয়রা তাকে চোর সন্দেহে গণপিটুনি দেয়।

খবর পেয়ে দর্শনা থানা পুলিশ ইয়ামিনকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। প্রাথমিকভাবে সে ভিন্ন ভিন্ন নাম ঠিকানা বলায় পুলিশ বুঝতে পারে, সে মানসিক ভারসাম্যহীন। পরে তার হাতের বাঁধন খুলে থানায় রাখে এবং খাবার দেয়।

মানবিক উদ্যোগে ওসি মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর বিভিন্ন কৌশলে ইয়ামিনের কাছ থেকে অস্পষ্ট নাম–ঠিকানা জেনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থানার পুলিশ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এভাবে ইয়ামিনের বাবা-মায়ের সন্ধান পাওয়া যায়। পরে তারা চট্টগ্রাম থেকে মামুন পরিবহনে করে সোমবার দুপুরে দর্শনায় পৌঁছান। মামুন পরিবহনের কাউন্টার মাস্টার আব্দুল আলিম তাদের থানায় নিয়ে আসেন।

ওসি শহীদ তিতুমীর ইয়ামিন ও তার বাবা-মাকে দুপুরের খাবার খাওয়ান এবং সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে ইয়ামিনকে বাবা-মায়ের হাতে তুলে দেন। পরে মামুন পরিবহনের মালিকের সঙ্গে কথা বলে তাদের বিনা ভাড়ায় চট্টগ্রামে পৌঁছানোর ব্যবস্থাও করেন।

উল্লেখ্য, পারকৃষ্ণপুর গ্রামের আতিয়ার রহমানের ছেলে মাসুদ রানা তার টিভিএস মোটরসাইকেল (নং: চুয়াডাঙ্গা হ-১৫-৩৭০৩) চুরির চেষ্টা করার অভিযোগে ইয়ামিনকে থানায় সোপর্দ করেন। তখন ইয়ামিন নিজের পরিচয় বারবার বদলাচ্ছিল কখনো বলছিল ইয়ামিন মিয়া, পিতার নাম জিলু বা ঝিরু মিয়া, ঠিকানা কখনো চান্দুরা, কখনো ঢাকা গাজীপুর, আবার কখনো শেরপুর।

চুয়াডাঙ্গা জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার কাছে হেফাজতের প্রস্তাব দিয়েও সাড়া না পেয়ে ওসি শহীদ তিতুমীর নিজেই খোঁজ নিয়ে ইয়ামিনকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেন। পুলিশের এ মানবিক কর্মকাণ্ডের জন্য স্থানীয় জনগণ ও সাংবাদিকরা ওসি মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীরের প্রশংসা করেছেন।

ঝিনাইদহে মোবাইল চুরি সন্দেহে গণপিটুনির দুইদিন পরে যুবকের মৃত্যু

ঝিনাইদহে মোবাইল চুরি সন্দেহে গণপিটুনিতে সুজন (৩৫) নামে এক যুবকের চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। সুজন শৈলকুপা উপজেলার গাড়াগঞ্জ এলাকার আবুল কাশেমের ছেলে এবং বর্তমানে ঝিনাইদহ পৌরসভার পাওয়ার হাউজ পাড়ায় স্ত্রী নিয়ে বসবাস করছিল।

হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা: ফারহানা শারমিন বলেন, এই রোগীকে অজ্ঞাত নামে গতকাল বৃহষ্পতিবার দুপুরে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ফিজিক্যাল অ্যাসাল্ট হওয়ার কারণে। তার চিকিৎসা চলছিল। আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সে মারা যায়।

জানা গেছে, গত বুধবার ভোরে ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের ৭ম তলায় রোগীর স্বজনদের মোবাইল চুরির অভিযোগে সুজনকে গণপিটুনি দেয় রোগীর স্বজনরা। তাকে মারধরের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। গত বুধবার সকালে তাকে সদর থানা পুলিশের কাছে তুলে দেওয়া হয়।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন শুক্রবার হাসপাতাল থেকে বলেন সেদিনই তার স্ত্রীর জিম্মায় তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে চুরির বিষয়ে বা তাকে মারা বিষয়ে কোন পক্ষই কোন অভিযোগ দেয়নি।

ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, গতকাল বৃহষ্পতিবার দুপুরে একজন রোগী অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালের সিড়ির মধ্যে শুয়ে আছে জানতে পেরে তাকে হাসপাতালে ভর্তির নির্দেশ দিই। তার চিকিৎসা চলছিল। আমি আজ ছুটিতে আছি। দুপুর পৌণে দুইটার দিকে আমার স্টাফরা আমাকে জানান রোগীটি মারা গেছে। তবে গত বুধবার ভোরে মোবাইল চুরি নিয়ে

গণপিটুনির বিষয়ে আমার কিছুই জানানেই।

এদিকে, আজ শুক্রবার দুপুরে হাসপাতালে লাশ ঘরে নিহতের মরদেহ রাখা হয়। তবে সেখানে তার কোন আত্মীয় স্বজনকে পাওয়া যায়নি। ঝিনাইদহ পাওয়ার হাউজ পাড়ায় তার শ্বশুর বাড়িতেও যেয়েও তার স্ত্রীকে পাওয়া যায়নি। মরদেহের সুরতহাল তদন্ত করেন সদর থানার এই আই তাইফুল।

এই ঘটনায় আইনী প্রক্রিয়া কি হবে জানতে চাইলে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, এই বিষয়ে এখনই বলা যাচ্ছে না।

গাংনীতে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ; গণপিটুনি দিয়ে যুবককে পুলিশে সোপর্দ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চাঁদপুর গ্রামে ৯ বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে শাকিল হোসেন (৩০) নামের এক যুবককে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে দিয়েছে এলাকাবাসী।

আজ সোমবার সকাল ১০টার দিকে গাংনী উপজেলার চাঁদপুর গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় ধর্ষণের এই ঘটনা ঘটলেও সন্ধ্যার দিকে ধর্ষক শাকিলকে আটক করে গণধোলাই শেষে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে। শাকিল চাঁদপুর গ্রামের দক্ষিণপাড়ার আবদাল হকের ছেলে ও এক সন্তানের জনক।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মেয়েটি তার বাবার জন্য চাঁদপুর গ্রামের দাইড়ির মাঠে খাবার নিয়ে যাচ্ছিল। পথের মধ্যে দেশীয় তৈরি অস্ত্র হাসুয়া দিয়ে গলায় ধরে মাঠের মধ্যে নিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। শিশুটি বাড়িতে ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়লে, পরবর্তীতে বিষয়টি ওই শিশু তার পরিবারের সদস্যকে জানালে স্থানীয়রা যুবক শাকিলকে ধরে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, ধর্ষক শাকিলকে উদ্ধার করে থানা পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়েছে।

ভিকটিম ওই শিশুকে মেডিকেল পরীক্ষার জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ভ্যান চোরকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ

আলমডাঙ্গার উপজেলার বিনেতপুর গ্রামে এক ভ্যান চোরকে ধরে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছে এলাকাবাসী।

গতকাল রোববার বিকেল ৪ টায় উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের বিনেতপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আটককৃতরা হলেন- কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর থানার কাকিলাদহ গ্রামের জহুরুল ইসলামের ছেলে সাদ্দাম হোসেন (৩৫)। সে আন্তঃজেলার চোরচক্রের সদস্য।

স্থানীয়রা জানান, বিনেতপুর গ্রামের মৃত কাবিল উদ্দিনের ছেলে উজ্জল হোসেন। তিনি পেশায় একজন মোটর চালিত পাখিভ্যান চালক। রোববার বিকেলে সে ভ্যান চালিয়ে বসত বাড়ির সামনে রেখে বাড়িতে প্রবেশ করে। ওত পেতে থাকা চোরচক্রের সদস্য কাকিলাদহ গ্রামের সাদ্দাম কৌশলে পাখিভ্যান চুরি করে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। এসময় এলাকাবাসী চুরির অভিযোগে সাদ্দামকে গাছে বেধে মারপিট করে।

পুলিশ জানায়, পুলিশের জরুরী সেবা ৯৯৯-এ ফোনে এক ভ্যান চোরকে আটকিয়ে গাছে বেধে মারপিট করছে এলাকাবাসী। এমন খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌছে চোরচক্রের ওই সদস্যকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। পরে হারদি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে পুলিশ হেফাজতে নেয়। আলমডাঙ্গা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) সঞ্জিত কুমার জানান, চুরির ঘটনায় সাদ্দামকে আটক করা হয়েছে। রবিবার রাতেই চুরি মামলার প্রস্তুতি চলছিল।

গাংনীতে বাইসাইকেল চোরকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে দিলেন জনতা

বাইসাইকেল চুরি করে পালানোর সময় মিঠুন শেখ (২৪) নামের এক যুবককে ধরে গণধোলাই শেষে পুলিশে দিয়েছেন স্থানীয়রা। মিঠুন শেখ মেহেরপুর সদর উপজেলার খোকশা গ্রামের কিতাই আলী শেখের ছেলে।

শনিবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০ টার দিকে গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামের মাঠে থেকে জনৈক নার্সারি মালিক বকুল হোসেনের একটি বাইসাইকেল চুরি করে পালানোর সময় বাইসাইকেল মালিক তাকে ধরে ফেলেন। পরে স্থানীয়রা গণপিটুনী দিয়ে গাংনী থানা পুলিশকে খবর দেন। গাংনী থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তাকে উদ্ধার করে থানায় নেন।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শাহিন মিয়া জানান, চুরির অভিযোগে মিঠুন শেখের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। শনিবার দুপুরের দিকে তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীর আলোচিত রফিজুলকে দুই সহযোগীসহ গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ

গাংনী উপজেলার বাহাগুন্দা গ্রামের বহুল আলোচিত রফিজুল ইসলাম ওরফে লাল মিয়া দুই সহযোগীসহ কুষ্টিয়ার ভেড়ামারাতে জাল ডলারের কারবার করতে গিয়ে গণপিটুনির স্বীকার হয়েছেন।
পরে পুলিশ জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে পুলিশ আইনের ৩৪ ধারায়

গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করেছে। ভেড়ামারা থানার সেকেন্ড অফিসার প্রতাপ রায় এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

অপর দুই সহযোগীরা হলেন গাংনী উপজেলার বাহাগুন্দা গ্রামের আসাদুল ইসলামের ছেলে শরীফুল ইসলাম ও কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার সংগ্রামপুর গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে বিচ্ছাদ আলী। ভেড়ামারা থানার সেকেন্ড অফিসার প্রতাপ রায় বলেন, ভেড়ামারা রেল স্টেশনের পাশে অভিযুক্ত তিনজন জাল ডলারের কারবার নিয়ে স্থানীয় কিছু মানুষের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। এক সময় তাদের গণধোলায় দেয়। এসময় স্থানীয়দের দেওয়া খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে ওই তিনজনকে উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়। তাদের বিরুদ্ধে মামলার কোনো বাদি না পাওয়ায় পুলিশ আইনের ৩৪ ধারায় মামলা দেওয়া হয়। যার মামলা নং ৭০/২২, তারিখ ১১/১১/২০২২ ইং।
ভেড়ামাড়া রেললাইন পাড়া এলাকার সাবুর আলী ও রহমত আলী বলেন, ওই তিনজন এলাকায় জাল ডলার পাচারের একটি চক্র গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। স্থানীয় মানুষজন তাদের সন্দেহ করে। পরে ধরে গণধোলায় দিয়ে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ তাদের উদ্ধার করে নিয়ে যায়।
জানা গেছে, রফিজুল ইসলামের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, মোটরসাইকেল ছিনতাই, মারামারীসহ একাধিক অভিযোগে ৬ টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। সে নিজেকে কখনো কখনো সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে বেড়াতো।